# ইঁদুর দমন পদ্ধতি

**বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট**
**জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১**

# ইঁদুর দমন পদ্ধতি

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক ভাইদের ফসল ফলাতে হয়। ফসল উৎপাদনে পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই থেকেও বেশি ক্ষতি করে ইঁদুর। ঘরবাড়ী ও গুদামে ইঁদুরের ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। কাপড়-চোপড়, বই-পুস্তক, আসবাবপত্র সহ সব কিছুই এরা কেটে নষ্ট করে। এদের মলমূত্র দ্বারাও খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হয় এবং মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে রাজপথ, রেলপথ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নষ্ট করে। তার কেটে মূল্যবান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নষ্ট করে, যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে ও ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটায়। ইঁদুর অনেক মারাত্মক রোগের বাহক যেমন– প্লেগ, র‍্যাট-বাইট ফিভার, স্যালমুনিলুসিস, খাদ্যে বিষ ক্রিয়া।

বাংলাদেশে ১১ জাতের ইঁদুর আছে। এদের মধ্যে মাঠের কালো ইঁদুর, গেছো বা ঘরের ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর অন্যতম।

## দমন পদ্ধতি ঃ

ইঁদুর দমনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। দমন পদ্ধতিগুলোকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অরাসায়নিক বা ঔষধ ছাড়া দমন এবং রাসায়নিক বা ঔষধ দিয়ে দমন।

## অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি ঃ

বাড়ি, গুদাম ও মাঠে ইঁদুরের উপস্থিতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দেখা মাত্রই মারার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘর-দোর, জমির আইল ও আশেপাশের ঝোঁপ জঙ্গল পরিষ্কার রাখতে হবে। জমির আইল ছেঁটে চিকন রাখতে হবে যাতে ইঁদুর গর্ত করে বংশ বিস্তার ও ফসলের ক্ষতি করতে না পারে। গর্তে ধোঁয়া দিয়ে, গর্তে পানি ঢেলে, গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর দমন করা যায়। বাজারে অনেক ধরনের ফাঁদ পাওয়া যায় যা ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা সম্ভব। বাড়ীতে ও গুদামে ইঁদুর দমনের জন্য বিড়াল পোষা যেতে পারে। ইঁদুরখেকো প্রাণীদের সংরক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি করেও ইঁদুর দমন করা যায়।

বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর মারার ফাঁদ

### রাসায়নিক বা ঔষধ দিয়ে দমন ঃ

বাজারে দুই প্রকার ইঁদুর মারার ঔষধ পাওয়া যায়। প্রথমটি খাওয়ার সাথে সাথে ইঁদুর মারা যায়। এটাকে এক মাত্রা বা তীব্র বিষ বলে। যেমন– জিংক ফসফাইড বিষটোপ। এটি খাওয়ার সাথে সাথে বা ২/১ ঘন্টার মধ্যে ইঁদুর মারা যায়। নিম্নে বিষটোপ প্রস্তুত প্রণালী দেয়া হলো।

### জিংক ফসফাইড বিষটোপ (২%) প্রস্তুত প্রণালী (এক কেজি পরিমাণ) ঃ

| উপাদানসমূহ | পরিমাণ |
|---|---|
| গম | ৯৬৫ গ্রাম |
| বার্লি বা সাগু | ১০ গ্রাম |
| জিংক ফসফাইড (সক্রিয় অংশ ৮০%) | ২৫ গ্রাম |
| | ১০০০ গ্রাম |
| পানি | ১০০ মিলিলিটার (রোদে শুকিয়ে যাবে) |
| খাবার তেল | ৫ মিলিলিটার |
| (বায়ুরোধক পাত্রে বিষটোপ রাখার পূর্বে বিষটোপ তেল দিয়ে ভালভাবে মেখে নিলে ভাল হয়। তেল না মাখলেও চলবে)। | |

এক কেজি বিষটোপ (২%) তৈরীর উপাদান

একটি এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ১০০ মিলিলিটার পানির মধ্যে ১০ গ্রাম সাগু বা বার্লি মিশিয়ে আগুন দিয়ে জ্বাল দেয়ার পর যখন পানি ঘন ও আঁঠাল হয়ে আসবে তখন হাঁড়িটি নামিয়ে ভালভাবে ঠান্ডা করে ২৫ গ্রাম জিংক ফসফাইড তার সাথে (হাঁড়িতে) ভালভাবে মিশিয়ে ৯৬৫ গ্রাম গম ঢেলে দিতে হবে। হাঁড়ির ভিতরে গম নেড়ে-চেড়ে এমনভাবে মিশাতে হবে যেন সমস্ত গমের গায়ে কাল আবরণ পড়ে এবং হাঁড়ির মধ্যে জিংক ফসফাইড মিশানো সাগু বা বার্লি অবশিষ্ট না থাকে। এরপর মিশ্রিত গম দেড় থেকে দুই ঘন্টা রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে বায়ুরোধক পাত্রে রেখে দিতে হবে। পরে সেখান থেকে নিয়ে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় ঔষধ হলো দীর্ঘ মেয়াদী বিষ। যেমন - লেনির‍্যাট, স্টর্ম, ব্রোমাপয়েন্ট, ক্লের‍্যাট। এসব ঔষধ খাওয়ার ৬/৭ দিনের মধ্যে ইঁদুর মারা যায়। জীবিত ইঁদুরেরা বুঝতে পারে না যে এ বিষটোপই তাদের সঙ্গীদের মৃত্যুর কারণ। সেজন্য এরা বিষটোপ খেতে ভয় পায় না। ফলে ইঁদুর দমনে সফলতা বেশি আসে। যে সব ঘরে বা ক্ষেতে গর্তের মুখে নতুন মাটি তোলা দেখা যায়, সে সব গর্তের ভিতর কাগজের পুটলি বেঁধে বা আশেপাশে কোন পাত্রে বিষটোপ রেখে দিতে হবে।

## ব্যবহারবিধি

ঘরে বা মাঠে যেখানে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায় বা ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় বা নতুন মাটি তোলা গর্তের আশেপাশে জিংক ফসফাইড

বিষটোপ কোন পাত্রে রেখে দিতে হবে। এছাড়াও ইঁদুরের নতুন মাটি তোলা গর্তের মুখ পরিষ্কার করে আনুমানিক ৫ গ্রাম বিষটোপ কাগজ দিয়ে পুটলি বেঁধে গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। গর্তের ভিতর পুটলির বিষটোপ খেয়ে ইঁদুর মারা যাবে। গর্তের বাইরে বিষটোপ ব্যবহার করলে প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে বিষটোপ পাত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে ইঁদুরে খেয়েছে কিনা, যদি খেয়ে থাকে তবে নতুন করে আরও কিছু বিষটোপ দিতে হবে। বৃষ্টি বাদলের দিনে মাটিতে বিষটোপ রাখলে ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে, তাই ঢাকনাওয়ালা পাত্রে (পাত্রের একপাশে বড় ছিদ্র থাকবে যাতে ইঁদুর সহজেই পাত্রের ভিতর যাতায়াত করতে পারে) রাখতে হবে।

**সতর্কতা ঃ**

জিংক ফসফাইড বিষটোপ তৈরীর সময় কাপড় দিয়ে নাক মুখ ঢেকে দিতে হবে। বিষটোপ তৈরীর পর ও ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে। ছোট শিশু ও বাড়ির গৃহপালিত পশুপাখি যেন এ বিষটোপের সংস্পর্শে না আসে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষটোপ প্রস্তুত ও প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোন রকম অসুস্থতা অনুভব করলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

**গ্যাসবড়ি দিয়ে ইঁদুর দমন ঃ**

বিষটোপ ছাড়া এক প্রকার গ্যাস বড়ি দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়। যেমন– এ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফাইড ট্যাবলেট। এগুলো বাজারে ফস্‌টক্সিন, কুইকফস, সেলফস, ডেসিয়া গ্যাস এক্সটি, এলুমফস, এগ্রিফস, গ্যাসটক্সিন নামে পরিচিত। প্রতিটি নতুন মাটি তোলা গর্তের ভিতর একটি করে বড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে গর্তের মুখ ভাল করে বন্ধ করে দিতে হবে। গর্তের ভিতর ভেঁজা মাটির সংস্পর্শে এসে বড়ি থেকে ফসফাইন নামক বিষাক্ত গ্যাস বাহির হয়। এই গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ইঁদুর মারা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে আশেপাশের সকল গর্তের মুখ বা ফাঁটল যেন বন্ধ থাকে।

ইঁদুর দমনে সফলতা নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর। তাই আপনি ও আপনার প্রতিবেশি সবাই মিলে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা মাত্রই দমনের ব্যবস্থা নিন। ইঁদুর মারার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল।

## ইঁদুর সম্পর্কিত তথ্যাবলী

* বাংলাদেশে ১১ প্রজাতির ইঁদুর আছে
* ইঁদুরের সামনের দাঁত জন্ম থেকেই বাড়তে থাকে
* ইঁদুর ঘরে, মাঠে, গুদামে সর্বত্রই ক্ষতি করে
* ইঁদুর সাধারণত ৫ থেকে ১০ ভাগ ফসলের ক্ষতি করে
* এরা মাঠের ফসল, তরিতরকারী ও ফলমূলের ক্ষতি করে
* ইঁদুর বই-পুস্তক, কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্র কেটে নষ্ট করে
* ইঁদুর রাস্তাঘাট ও বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের ক্ষতি করে
* ইঁদুর তার কেটে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি করে
* ইঁদুর বৈদ্যুতিক তার কেটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটায়
* ইঁদুর সব সময়ই তেরছা (৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে) ভাবে কাটে
* এরা গর্তে ২০ কেজিরও বেশি খাদ্য জমা করতে পারে
* ইঁদুর তার শরীরের ওজনের এক দশমাংশ খাবার খায়
* ইঁদুর যা খায় তার চেয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি নষ্ট করে
* একটি ইঁদুর বছরে ৫০ কেজি গোলাজাত শস্য নষ্ট করে
* প্রতি জোড়া ইঁদুর হতে বছরে ৩০০০টি ইঁদুর জন্ম নিতে পারে
* এদের গর্ভধারণকাল ১৮ থেকে ২২ দিন
* ইঁদুর বছরে ৬ থেকে ৮ বার বাচ্চা দেয়
* ইঁদুর প্রতিবারে ৩ থেকে ১৩টি বাচ্চা দিতে পারে
* বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আবার গর্ভধারণ করতে পারে
* তিন মাসের মধ্যেই ইঁদুর বড় হয়ে আবার বাচ্চা দিতে পারে
* ইঁদুর যে কোনো পরিবেশেই বসবাস করতে পারে
* প্রায় সব জাতের ইঁদুরই সাঁতারে পটু
* ইঁদুর তার বেয়ে চলাচল করতে পারে
* ইঁদুরের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রকট
* ইঁদুর প্লেগসহ প্রায় ৪০ রকমের রোগ বিস্তার করে।

রচনায় ঃ ড. মোঃ ইমদাদুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান
মোঃ ইউসুফ মিঞা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

প্রকাশনায় ঃ অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
প্রকাশকাল - জুন ২০০০